দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ... FEB. 6 .. 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

42

দেশে ইসলামী শিক্ষার উপর চরম আঘাত নেমে এসেছে

একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির ইসলামী বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে ফেলা হচ্ছে

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ দেশে ইসলামী শিক্ষার উপর চরম অস্বস্তি নেমে এসেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শুরু হয়েছে ইসলামী ভাবধারা ও চেতনা মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র। শিক্ষা ব্যবস্থাকে তথাকথিত কুদরতে খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে গিয়ে ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্বহীন করে তোলার আটঘাট বাঁধা হচ্ছে। কুষ্টিয়ায় অবস্থিত দেশের একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে ইসলাম শব্দটি বাদ দিয়ে অন্য নামে এ বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। বর্তমান সরকারের 'থিংক ট্যাংক' বলে পরিচিত বুদ্ধিজীবীরা যারা প্রায় সবাই নাস্তিক অথবা ইসলাম বিদ্বেষী তারা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিকে সিকিউলার বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার সুপারিশ করে চলেছেন। উল্লেখ্য এসব বুদ্ধিজীবীদের সুপারিশ মতই সরকার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। এই বুদ্ধিজীবী মহল থেকে প্রবল ও শক্তিশালী দাবী উঠেছে দেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ধ্বংস করার। এজন্য ইতিমধ্যেই নানা অজুহাতের ছুতো ধরে মাদ্রাসা শিক্ষাঙ্গনে সরকারী তরফ থেকে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষা মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের বিরুদ্ধে তুমুল প্রচারণা শুরু হয়েছে বিগত কয়েক মাস থেকেই। দেশে বর্তমানে বেশীর ভাগ সংবাদপত্র আওয়ামী লীগ সরকার সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকতাপূর্ণ হওয়ায় এ প্রচারণা এখন তুঙ্গে উঠেছে। মাদ্রাসা

- ৯-এর পাতায় দেখুন

একমাত্র ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির ইসলামী বৈশিষ্ট্যগুলো মুছে ফেলা হচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শিক্ষার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে সরকার রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ শুরু হয়েছে কয়েক বছর আগেই। ঐ যুদ্ধই এখন তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইসলামী শিক্ষার প্রসারের জন্য এবং সেই সাথে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, দর্শন প্রভৃতি শাখায় শিক্ষার্থীদের ব্যুৎপন্ন করে গড়ে তোলা।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সকল ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক হবে এবং ইচ্ছামত যে কোন শিক্ষার্থী যে কোন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করবে তার ব্যবস্থা থাকবে। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী কেউ ইসলামী শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় তার পারদর্শিতা অর্জন করবে, কেউ দার্শনিক হবে, কেউ বৈজ্ঞানিক হবে, কেউ প্রকৌশলী হবে। কিন্তু সবাই গড়ে উঠবে ইসলামী শিক্ষার আলোকে, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও চেতনা নিয়ে।

১৯৭৭ সালে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে গৃহীত মক্কা ঘোষণার ভিত্তিতে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও মালয়েশিয়ায় প্রাথমিকভাবে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং তিনটি দেশেই ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক এবং মুসলিম দেশগুলোর সহায়তায় তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মালয়েশিয়া ও পাকিস্তানে মক্কা ঘোষণার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় দু'টি। ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী ধ্যান-ধ্যারণা ও চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় দু'টিতে তৈরী হচ্ছে একদিকে যেমন দার্শনিক ও আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বৈজ্ঞানিক, অপরদিকে তেমনি তৈরী হচ্ছে কুরআন শরীফ, হাদীস শরীফ ও ফিকাহ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ- মাহের। নির্মল ও পাকপূত পরিবেশে নির্ঝঞ্ঝাট ও সাবলীল বিদ্যা অর্জন চলছে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় দুটিতে।

কিন্তু বাংলাদেশে চলছে এর বিপরীত অবস্থা। ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংকের সরাসরি আর্থিক সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে চলছে ইসলামবিরোধী চরম নৈরাজ্য। এই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টিতে বাধ্যতামূলক মৌলিক ইসলামিক বিষয় বাতিল করা হয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে যেখানে ইসলামী পরিবেশ বিরাজমান থাকার কথা, সেখানে যত অনৈসলামিক কর্মকাণ্ড থাকতে পারে তার সবগুলোই সেখানে দোর্দণ্ড প্রতাপে চালু করা হয়েছে। ভাস্কর্যের নামে যেমন একদিকে মূর্তি গড়া হয়েছে, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে লিখিত পবিত্র কুরআনের আয়াত 'ইন্নাদ্দিনা ইন্দাল্লাহিল ইসলাম'-এর উপরে হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবী সরস্বতীর মূর্তি বসিয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। মসজিদে যেমন কোন মূর্তি-ভাস্কর্য থাকতে পারে না, ইসলামী শিক্ষাঙ্গনেও তা স্থাপন করা যায় না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অনুমোদন না থাকলেও নতুন নতুন সাধারণ বিষয়ের বিভাগ খোলা হচ্ছে, অথচ যেসব ইসলামী বিষয়ে বিভাগ খোলার পূর্ব অনুমোদন রয়েছে সেসব বিভাগ খোলা হচ্ছে না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতে কোন ইসলামী বিষয় না পড়ানো হয় এবং এটি যাতে আর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় না থাকে, সেদিকেই এই সরকার তার সিকিউলার পরিকল্পনামাফিক অগ্রসর হচ্ছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির ভাইস চ্যান্সেলর, শিক্ষকমণ্ডলীসহ অন্যান্য সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী যেখানে নিয়োগ হওয়ার কথা প্রার্থীর ইসলামী আকিদা, ধ্যান-ধারণা ও চেতনার ভিত্তিতে, যেখানে ইসলামী চরিত্রই প্রধান বৈশিষ্ট্য হওয়ার কথা সেখানে সকল পর্যায়েই নিয়োগ দেয়া হচ্ছে ইসলাম বিদ্বেষী, নাস্তিক ব্যক্তিদের। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়টির ইসলামী চরিত্র ধ্বংসের ভয়ংকর পথ অবলম্বন করা হয়েছে। বাংলাদেশের এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকে ধ্বংসের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য সকল মহলের এগিয়ে আসা জরুরী হয়ে পড়েছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মুসলিম দেশগুলোর এগিয়ে আসা প্রয়োজন।